172

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

পরীক্ষায় দুর্নীতি ॥ ২৬০টি কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

ইত্তেফাক রিপোর্টার ॥ ১৯৯৭ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় অবৈধ পন্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বর প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির অভিযোগে রাজশাহী বোর্ডের ২৬০টি বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত কলেজসমূহের প্রিন্সিপালবৃন্দ অনির্দিষ্টকালের জন্য বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন না। এই ব্যাপারে নির্ধারিত কলেজে পত্র পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বেসরকারী কলেজসমূহ যেহেতু একটি ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেইহেতু (১৫শ পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় দুর্নীতি

(১ম পৃঃ পর)

ব্যাপারে নির্ধারিত কলেজে পত্র পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বেসরকারী কলেজসমূহ যেহেতু একটি ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেইহেতু নিজ নিজ কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে আর কি ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ধারণের জন্য ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৯৫ সালের এইচ,এস,সি.

পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন রোল নম্বর সংক্রান্ত ঘাপলার কারণে প্রায় ৫ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই। অভিনব পন্থায় পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়াছিল। পড়াশুনা করিয়াছে হয়তো শহরের কোন কলেজে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়াছে গ্রামের কোন কলেজের খাতায় নাম লেখাইয়া। এক জনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর অন্যজনকে দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর পরীক্ষায় বসিতে পারিবে না- এই শাস্তি পাইয়াছে। ইহা ঘটিয়াছে হয়তো শহরের কোন কলেজে ছাত্র থাকাকালে। সুযোগ বুঝিয়া শাস্তির মেয়াদ অতিক্রম না হইতেই গ্রামের কোন কলেজ হইতে 'গলাকাটা' পাসপোর্ট স্টাইলে অন্য নামের রোল নম্বর নিজের নামে বসাইয়া পরীক্ষা দিয়াছে। এইসব ঘটিয়াছে শুধুমাত্র নকলের আশায়। মোটা অংকের টাকার লেনদেন হইয়াছে এই প্রক্রিয়ায়। শুধু বেসরকারী কলেজ নয়, ২০টি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল ইতিপূর্বে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর শাস্তি পাইয়াছেন। ২০টি কলেজের প্রিন্সিপালকে ইতিমধ্যেই চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উল্লেখিত ২৬০টি বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপালের ব্যাপারে বৈঠক করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহাদের বেতনের সরকারী অংশ অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রদান করা হইবে না।

জানা গিয়াছে যে, প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও অদ্যাবধি অধিকাংশ কলেজের ঠিকানায় কোন চিঠি পৌছায় নাই। একটি মহল দোষী শিক্ষকদের 'এইবারের মত রেহাই দেওয়া যায় কিনা'- এই তদবির নিয়া বিভিন্ন মহলে ঘোরাফিরা করিতেছে। অভিযুক্ত কলেজসমূহের প্রিন্সিপালদের অনেকে এখন ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীর শরণাপন্ন হইতেছেন।

পরীক্ষায় নকল, বিভিন্ন অসদুপায় অবলম্বন ও দুর্নীতির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু শাস্তি পাইতেছে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিযুক্ত শিক্ষকদের তেমন কোন সাজা হয় না। একটি সূত্রের মতে, এইচ, এস সি পরীক্ষায় দুর্নীতির ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত কোন কারণে কার্যকর না হইলে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার মানের আরও অবনতি ঘটিবে।